FEB 3 2001

তারিখ ....

পাতা ....

শেষ হয়েছে জাতীয় কবিতা উৎসব

যুগান্তর রিপোর্ট

'সত্য ও সুন্দরের উৎসব– কবিতা উৎসব' - এ স্লোগান নিয়েই গতকাল শেষ হয়েছে পঞ্চদশ জাতীয় কবিতা উৎসব ২০০১।
গতকাল অনুষ্ঠানের সকালের পর্বে সভাপতিত্ব করেন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। উপস্থাপনা করেন দিলারা হাফিজ। সকালে তিনটি প্রবন্ধ– কবিতার দায়, হাজার বছরের বাংলা কবিতার রূপকল্প : বিবর্তনের রূপরেখা ও প্লেজ অব পয়েট্রি এন্ড মডার্ন ওড়িয়া পয়েমস উপস্থাপন করেন যথাক্রমে শামসুর রাহমান, বেগম আকতার কামাল ও উড়িষ্যার কবি মনোরমা বিসোয়াল মহাপাত্র। আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী কবি অনিল সরকার, নির্মলেন্দু গুণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, রবিউল হুসাইন, গোলাম কিবরিয়া পিনু, মুহম্মদ সামাদ, আসলাম সানী, কাজী রোজী, তারিক সুজাত, জুলফিকার রহমান প্রমুখ।
মনোরমা বিসোয়াল মহাপাত্র ইংরেজি লিখিত প্রবন্ধ পাঠের আগে বাংলায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, নিজ ভাষা প্রত্যেকের কাছেই মহান। ভাষা স্বর্গের দর্শন দেয়। আজকের কবিতায় সহানুভূতিসম্পন্ন মন নষ্ট হয়ে গেছে। আবেগ শুকিয়ে গেছে। শামসুর রাহমান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, আজকাল কবিতা পাঠ ও শোনায় কারও উৎসাহ নেই। শিক্ষার দুর্ভিক্ষই এজন্য দায়ী। তবে একমাত্র কারণ নয়। আমি কেন কবিতা লিখতে শুরু করেছি জানি না। 'যদি বাঁচি চার দশক কবিতা লিখব'। এ উচ্চারণ খাতার সাদা পাতাকে। মনকে। আমি দায়বদ্ধ নিজের কাছে।
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত মনোরমা বিসোয়ালের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি কবিতায় আবেগসর্বস্বতা পছন্দ করি না।
বিকেলের অনুষ্ঠানে জাতীয় কবিতা পরিষদের সম্মাননায় ভূষিত করা হয় কবি শামসুর রাহমানকে। এবার জাতীয় কবিতা পুরস্কার পান কবি রফিক আজাদ। এবারের কবিতা উৎসবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো জোরদার। কাল সকালে পুলিশের বিশেষ বাহিনীর 'ডগ স্কোয়াড'-এর মাধ্যমে পুরো উৎসব চত্বরে তল্লাশি চালানো হয়।

নতুন কমিটি

সভাপতি নির্বাচিত হন বেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ সামাদ। প্রধান উপদেষ্টা শামসুর রাহমান। সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন– আবুল হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল হক, ফয়েজ আহমেদ ও [illegible]